# বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

(জন্ম : ১৭০৬ মৃত্যু : ১৭৯০)

১৭০৬ খ্রি: জানুয়ারি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন আমেরিকার বোস্টন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি বাস ছিল ইংল্যান্ডে। তাঁর পিতা ছিলেন প্রোটেস্টান্ট মতাবলম্বী।

ধর্মীয় মতভেদের জন্য সম্রাট দ্বিতীয় চার্লসের শাসনকালে তাঁকে ইংল্যান্ড ছেড়ে আমেরিকায় এসে বসবাস করতে হয়েছিল। বেঞ্জামিন ছিলেন তাঁর পিতার পঞ্চদশতম সন্তান। সংসারের আর্থিক অনটনের ফলে বেঞ্জামিন বেশিদিন স্কুলে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। বাবার ছিল সাবানের কারখানা। বছর দুয়েক স্কুলে যাতায়াতের পরই তাঁকে বাবার সঙ্গে কারখানার কাজে যোগ দিতে হয়েছিল। এখানে এসে বাস্তবিকই বই পড়ার সুযোগ নাগালের মধ্যে পেয়ে গেলেন তিনি। সেই সঙ্গে অনেক পত্রপত্রিকা।

কিছুদিন পরেই জেমস্ নিউ ইংল্যান্ডে কুর‍্যান্ট নামে একটি খবরের কাগজ প্রকাশ শুরু করেলেন। অভাবিতভাবে বেঞ্জামিন এই কাগজে লেখার সুযাগও পেয়ে গেলেন।

সেই সময়ের জীবনযাত্রা নিয়ে তিনি এই কাগজে যেসব লেখা লিখেছেন তাতে তাঁর সূক্ষ্মরসবোধ, অন্তদৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনরকম কিছু একটা হলেই তাঁর চলে যেত। ফলে টুকটাক ফল, রুটি, কেক এসব দিয়েই তাঁর খাওয়ার কাজ চুকে যেত। সপ্তাহের শেষে দেখা যেত বেশকিছু পয়সা বেঁচে গেছে। তিনি সেই পয়সা দিয়ে পছন্দমত বই কিনতে লাগলেন। আর কাজের অবসরে সেই বই নিয়ে বসতেন। সতের বছর বয়স পর্যন্ত প্রেসের কাজে টিকে ছিলেন বেঞ্জামিন। দাদা জেমসের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় কাজ ছেড়ে তিনি প্রথম পাড়ি দিলেন নিউইয়র্ক। পরে সেখান থেকে গেলেন ফিলাডলফিয়ায়।

একরকম নিঃসম্বল অবস্থাতেই লন্ডনে এসে পৌছেছিলেন বেঞ্জামিন। কিছু ঘোরাঘুরি করে একটা প্রেসে কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলেন। ১৭২০ খ্রিঃ থেকে দুবছর সেই কাজ ১৭২৬ খ্রিঃ ফিলাডলফিয়ায় ফিরে এসে নিজেই প্রেসের ব্যবসা শুরু করলেন একজন অংশীদারের সঙ্গে।

দক্ষতা ও পরিশ্রমের ফলে ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেল। কিছুকাল পর সম্পূর্ণ ব্যবসার মালিক হয়ে উঠলেন। ১৭২৯ খ্রিঃ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ পেলেন যা তাঁকে অচিরেই বিখ্যাত হয়ে উঠবার সুযোগ এনে দিল।

পেনসিলভিয়া গেজেট প্রকাশনার দায়িত্ব পেলেন বেঞ্জামিন। এর বছর কয়েক পর লিখতে শুরু করলেন পুওর রিচার্ডস আলম্যানাক। এই লেখার, বলার ভঙ্গিও সরস উক্তি তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় করে তুলল। এই বই বিক্রির টাকাই তাঁকে বলা যায় ধনী করে দিল। পরবর্তীকালে তাঁর হাতেই জন্ম নিয়েছিল আমেরিকার প্রথম ফায়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানি। বাল্যবয়স থেকেই ছিলেন অনুসন্ধিৎসু, চারপাশের সব কিছু নিয়েই তাঁর ছিল অসীম কৌতূহল। সেই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। এভাবেই লালিত হতে চলছিল তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা।

১৭৪০ খ্রিঃ বেঞ্জামিন জ্ঞানীগুণীদের নিয়ে গড়ে তুললেন ফিলজফিক্যাল সোসাইটি।

সেই সময়ে ইংল্যান্ডের সঙ্গে লড়াই বেঁধে ছিল স্পেন আর ফ্রান্সের। বেঞ্জামিন তাঁর প্রিয় শহরটিকে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য গড়ে তুললেন এক স্বেচ্ছাসেবী সুরক্ষা বাহিনী। ফিলাডলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়েছিল তাঁর হাতে। পরবর্তীকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হয় পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। দুবছর পর বন্ধু ডাঃ বন্ড-এর সহযোগিতায় গড়ে তুললেন আমেরিকার প্রথম হাসপাতাল। এই সব গঠনমূলক কাজে তাঁর গভীর সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যে কোন উদ্যোগ শুরুর যথেষ্ট আগ থেকেই তিনি সেই সম্পর্কে পুস্তিকা প্রকাশ করে এবং খবরের কাগজে লেখা প্রচারের কাজ আরম্ভ করতেন। টুকটাক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে ১৭৪২ খ্রিঃ বেঞ্জামিন এক নতুন ধরনের চুল্লী আবিষ্কার করেন। এসব ক্ষেত্রে আবিষ্কারের পেটেন্ট নিয়ে একচেটিয়া ব্যবসা শুরু হয়- এটাই চিরাচরিত রীতি। বেঞ্জামিন কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত চুল্লীর পেটেন্ট নেবার কোনরকম চেষ্টা করলেন না। তিনি বললেন, আবিষ্কারের সব রকম সুবিধা ও ফল ভোগ করবে জনসাধারণ, তাদের উপকারের লক্ষ্যেই বিজ্ঞানীরা গবেষণায় রত হবেন- তার জন্য পেটেন্টের বাধা রাখা অনুচিত।

একসময় বেঞ্জামিন বিদ্যুৎ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। অচিরেই তিনি আবিষ্কার করলেন বিদ্যুতের পজিটিভ ও নেগেটিভ তত্ত্ব.

বজ্রপাতের সঙ্গে বিদ্যুতের যে সম্পর্ক রয়েছে সেই সত্য তিনিই আবিষ্কার করেন ১৭৫২ খ্রিঃ। এর ফল স্বরূপ তিনি আবিষ্কার করলেন বাজ নিরোধক কন্ডাক্টর। এইভাবে নানাকাজের মধ্য দিয়ে তাঁর নাম দেশের সীমা ছেড়ে বিদেশেও পৌছে যেতে লাগল। বিশেষ করে তাঁর আবিষ্কার ও গবেষণা বিপুল উৎসাহে সর্বত্র গৃহীত হতে লাগল।

ব্যবসায়ের সফলে তাঁকে দিয়েছিল বিত্ত ও সম্পত্তি। বহুমুখী প্রতিভা ও হিতৈষণা বুদ্ধি থেকে পেলেন খ্যাতি। এর মধ্য থেকেও তাঁর জীবন ছিল সহজ সরল অনাড়ম্বর। ভোগ বিলাসের প্রতিও ছিলেন উদাসীন ও নিস্পৃহ।

বিয়ে করেছিলেন ১৭৩০ খ্রিঃ সেই সূত্রে তাঁর একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিবারে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বাড়তি কিছু সুযোগ সুবিধা।

জনহিতকর কাজের মাধ্যম বেঞ্জামিন পেনসিলভানিয়ায় আইনসভার সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। ১৭৫০ খ্রিঃ থেকে ১৭৬৪ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি এই আইনসভার সদস্য ছিলেন। তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ্য সহকর্মীর অভাব ও অন্যান্য কারণে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত সফলতা পাননি।

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্যরা বেঞ্জামিনের



চিন্তাধারাকে ঠিকমত বুঝতে পারতেন না বলে কাজেও লাগাতে পারেননি।

১৭৫৪ এবং ১৭৬৪ খ্রিঃ বেঞ্জামিন দুবার ইংল্যান্ড ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে বহু বিতর্কিত স্ট্যাম্প আইন -এর বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। মূলতঃ তাঁরই চেষ্টায় এই বহু নিন্দিত আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল ১৭৬৬ খ্রিঃ। তিনি নিঃসন্দেহে রাজভক্ত প্রজা ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ উপনিবেশগুলির প্রতি কোনরূপ অবহেলা বা অবিচার হলে তিনি তার বিরোধিতা করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

ইংল্যান্ডে তাঁর প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারত না। ফলে তাঁকে একবার প্রিভি কাউন্সিলের কাছে অপমানিত হতে হয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি উপনিবেশগুলির স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করেননি। আমেরিকার উপনিবেশগুলি যখন স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করল বেঞ্জামিন ছিল সেই লড়াইয়ের অন্যতম যোদ্ধা। সেই সময় তিনি তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা পূর্ণভাবে স্বদেশের কাজে প্রয়োগ করেছিলেন।

বেঞ্জামিন তাঁর বাস্তবমুখী চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন সর্বত্র। তিনি লন্ডনের রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৭৫৩ খ্রিঃ পেয়েছিলেন কাপলি পুরস্কার। এ ছাড়াও সেন্ট অ্যান্ড্রুজ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছিলেন সম্মানিক উপাধি। জীবনের শেষ দিকে বেঞ্জামিন আমেরিকার সুপ্রীম একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হল ১৭৭৮ খ্রিঃ সংবিধান রচনায়ও তিনি সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন। তিনি দেশের আইন সভায় দাসত্ব প্রথার বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের মূল্যায়ন করা এক কঠিন কাজ।

বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, মানব হিতৈষী- তাঁর সব পরিচয়ই সার্থক।

১৭৯০ খ্রিঃ অক্লান্তকর্মী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনাবসান হয়।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনরকম কিছু একটা হলেই তাঁর চলে যেত। ফলে টুকটাক ফল, রুটি, কেক এসব দিয়েই তাঁর খাওয়ার কাজ চুকে যেত। সপ্তাহের শেষে দেখা যেত বেশকিছু পয়সা বেঁচে গেছে। তিনি সেই পয়সা দিয়ে পছন্দমত বই কিনতে লাগলেন। আর কাজের অবসরে সেই বই নিয়ে বসতেন।



Benjamin Franklin, www.banglainternet.com